[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতিমূলক সভা

মেহেরপুরে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) আতিকুল হক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম জাকারিয়া, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা গণগ্রন্থাগারিক আফরোজা খানম, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় আলোচনা সভা, দুপুর ১২টা থেকে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সুবিধাজনক সময়ে দোয়া মাহফিল, রাত ১০টা ৩০ মিনিটে এক মিনিটের প্রতীকী ব্ল্যাকআউট এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পতাকা ও ফেস্টুন দিয়ে সড়ক সজ্জিত করা, ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৮টায় সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এছাড়াও ২০ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে শিক্ষার্থীদের রচনা, আবৃত্তি ও

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রার্থনা, জেলখানা, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, বিনোদন কেন্দ্রগুলো খুলে দেওয়া ও বিনা টিকিটে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হবে। পাশাপাশি ১ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু ও কাবাডি খেলার আয়োজন এবং ২৬ মার্চ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় দিবস দুটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গণহত্যা দিবসের আলোচনা সভা

মেহেরপুর ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবস ও ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে স্মৃতি চারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ শে মার্চ) বেলা ১২ টার সময় জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জি এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা মডেল মসজিদ ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম।

এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।

অনুষ্ঠান শেষে ২৫ শে মার্চের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, বাংলার সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা আসির উদ্দিন, রুস্তম আলী। উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকী সালাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলামসহ উপজেলার সব দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।

গাংনীতে গণহত্যা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর – ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান মুকুলসহ বিভিন্ন সরাসরি দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গতকাল ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ের রোটারী ফিজিওথেরাপি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য আহবায়ক শামসুজ্জামান সাদীর সভাপতিত্বে এবং শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব ওবায়দুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বিজ্ঞ জিপি এ্যাড আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, একাত্তরের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক গওহার নঈম ওয়ারা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী

শাকিল, গণহত্যায় শহীদ পরিবারের সন্তান রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তপন, গবেষক ইমাম মেহেদী, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সৈয়দা হাবিবা ও সেক্রেটারি তুষার রতন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চক্রান্তে আগস্টের ২৮ তারিখ রাতে থানাপাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে আট–দশজন যুবককে ধরে এনে ছয় রাস্তার মোড়ে জড়ো করা হয়। এঁদের অনেকেই এপ্রিল থেকে এযাবৎ গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন। আবার কেউ বন্যার কারণে, কেউ ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ির দেখাশোনার জন্য শহরে এসেছিলেন। ছয় রাস্তার মোড়ের কাছেই আবদুস সবুর নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। যুদ্ধের আগের বছর পরিবহন ব্যবসা শুরু করেন। ট্রাক ছিল তাঁর। ট্রাকের দুজন শ্রমিকসহ তাঁকে হত্যা করা হয়। শ্রমিক দুজনের নাম–ঠিকানা জানা যায়নি। ভেড়ামারা হাইস্কুলের তরুণ বিজ্ঞান শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ ফেরত এসেছিলেন মেহেরপুর থেকে। সঙ্গে তাঁর এক শিশু বয়সী ভাই নুরুল ইসলাম শেখ। উদ্দেশ্য ছিল ছয় রাস্তার মোড়ের তাঁদের বাড়িটা রক্ষা করা আর পরিস্থিতি বুঝে একে একে পরিবারের অন্য সদস্যদের ফিরিয়ে আনা। এই দুই ভাইকেও হত্যা করা হয় সেই রাতে। তাঁদের পিতা নাজির আহমেদ শেখ ছিলেন কুষ্টিয়া সদর মহকুমা অফিসের প্রধান সহকারী।

অবিভক্ত নদীয়া জেলার নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে কুষ্টিয়া জেলার জি পি খানবাহাদুর শামসুজ্জহার পুত্র ব্যবসায়ী ওবায়দুর রহমান বুলু একাই বাড়ির দেখাশোনা আর বকেয়া কিছু কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে শহরের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকেও সে রাতে ধরে নিয়ে আসে হানাদারদের দোসর উর্দুভাষী আর জামাতিরা। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁদের প্রতিবেশী কুষ্টিয়া শহর রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার এবং ‘পাক রেস্তোরাঁর’ মালিক উর্দুভাষী নেসার খাঁ এবং কুষ্টিয়া শান্তি কমিটির প্রধান সাদ আহমদ সেই রাতে ছয় রাস্তার মোড়ে অবস্থান করে হত্যার দিকনির্দেশনা দেন।

এই নেসারই ওবায়দুর রহমান বুলুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যান। এ ঘটনার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন তাঁর ছোট ভাই, তখন মেডিকেল ছাত্র শওকত হায়াত শ্যামা। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে নেসারদের হাতে ধরা পড়ার আগেই ছোট ভাইকে অন্য দরজা দিয়ে বের করে দেন। শওকত হায়াত পাশের বাসায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যান। বলে রাখা ভালো, থানাপাড়া গণহত্যার হোতা সাদ আহমদ তরুণ বয়সে শহীদ ওবায়দুর রহমান বুলুর পিতা খান বাহাদুর শামসুজ্জহার হাত ধরে তাঁদেরই বাড়িতে থেকে আইন ব্যবসার প্রাথমিক তালিম পেয়েছিলেন।